PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-14, No.-2, November 2023

বঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবাদ : গুপ্তযুগের লেখ অবলম্বনে একটি অনুসন্ধানাত্মক আলোচনা

মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল [1*]

[1*] সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রঘুনাথপুর কলেজ, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ
ই-মেইলঃ jumrityunjoy2011@gmail.com

সারাংশ: বৈদিক ধর্মকে আশ্রয় করে এবং ব্রাহ্মণদের ধারণা থেকে প্রকাশিত একটি মতবাদ ব্রাহ্মণ্যবাদ। আনুমানিক ১৫০০-১৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভারতবর্ষে আর্যদের আগমন হলেও খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে প্রাচীন বঙ্গে বৈদিক ধর্মের সূত্রপাত হয়। হরিসেন বিরচিত এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সমতট অর্থাৎ দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে যে জনপদ ছিল তা আর্যদের অধীনে। আবার আর্য মানেই স্বাভাবিকভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আশ্রয়ে আশ্রিত। সুতরাং বেদচর্চা গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে সম্পূর্ণরূপে ছিল তা জানা যায়। আবার পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ে যে লেখটি পাওয়া যায় তাতে রয়েছে একটি বিষ্ণুচক্র এবং লেখাগুলি সংস্কৃত। তা থেকে জানা যায় রাজার বিষ্ণুভক্তির নানান তথ্যের কথা। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে বিজিত আর্য রাজ্যের- চন্দ্রবর্মাসহ উল্লেখিত হয়েছে। এইভাবে পশ্চিমঙ্গে আস্তে আস্তে আর্যাবর্তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। আসলে একটা সময় বঙ্গে বাঙালিরা বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ছিল এমন মনে করা হয়। চন্দ্রবর্মার সমকালীন বা তার আগে বঙ্গে বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের বিশেষ প্রভাব ছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শাসনকে আটকানোর জন্য বেদবিরোধী এই দুই ধর্মের আবির্ভাব। বঙ্গে নানা জায়গাতে প্রাপ্ত মূর্তি, লিপি, মন্দির থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে এরূপ মনে করা হয়। তবে বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ায় আদর্শগত বিরোধীতার জন্ম হয়, যার ফলশ্রুতি এই দুই ধর্মের ভাঙন এবং পুনরায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের উদ্ঘাটন।

সূচক শব্দ: আর্যাগমন, গুপ্তযুগের লেখ , ব্রাহ্মণ্যধর্মের গোঁড়ামি, বৌদ্ধ এবং জৈন, ব্রাহ্মণ্যবাদ

বেদের প্রথম ধারা বহন করেছিল ব্রাহ্মণেরা, এটা সর্বজনস্বীকৃত। তবে ব্রাহ্মণরা এদেশে কখন এসেছিল? কিভাবে এসেছিল? বঙ্গদেশেই বা কখন প্রবেশ করেছিল? এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। তবে কিছু প্রমাণ ও আন্দাজকে সাপেক্ষ করে একটা সিদ্ধান্তে আসতেই হয়। ব্রাহ্মণ বা আর্যদের আগমন প্রসঙ্গে অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্যের কিছু তথ্য উল্লেখ করলাম - ইন্দো ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর একটি শাখা ইরানের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে আসছিল। দীর্ঘ পথ, তাই মাঝখানে কাসাইটদের প্রতিবেশী হিসেবে কিছুদিন কালক্ষেপ করে। আবার কাসাইটরাও এক বিচ্ছিন্ন ইন্দো ইউরোপীয় গোষ্ঠীর এক বিচ্ছিন্ন প্রজাতি । সময় আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষোডশ শতাব্দী। এরপর খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল নতুন বসতির সন্ধানে ইরান থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে থাকে। স্বাভাবিকভাবে অনুপ্রবেশকারীদের সাথে প্রথম ভারতীয় আর্যদের মত পার্থক্য দেখা দেয়। যার ফলে কিছুদিন বিরোধিতা করে। তবে ভারতবর্ষীয়

বিগলিত প্রাণা সকলে তাদের বসতির অধিকার দেয়। আর এর কিছুকাল পূর্বে আর এক দল ইন্দো ইউরোপীয় গোষ্ঠী ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি খাইবার গিরিপথ দিয়ে কাবুল উপত্যকায় আসে। আবার আরো এক দল হিন্দুকুশ পর্বত দিয়ে বালখ্ এলাকায় উপস্থিত হয়। পন্ডিতদের মতে এই হিন্দুকুশ পর্বত দিয়ে আসা ব্যক্তিগণেই পরবর্তী আর্য।[১]

অনুমান করা যায় এভাবে আর্যরা পাঞ্জাব ও তৎসংলগ্ন জায়গা গুলিতে বসতি স্থাপন করে এবং গান্ধার, কেকয়, মদ্র, কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি জনপদ দিয়ে পুণ্ড্রদেশে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে আগমন করেন। রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে প্রাচীন বঙ্গে বৈদিক ধর্মের সূত্রপাত হয়। রামকৃষ্ণ ভান্ডারকরের মতে আনুমানিক ২৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষে বৈদিক ধর্ম প্রসার লাভ করেছিলেন।[২] হরিসেন বিরচিত এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সমতট অর্থাৎ দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে যে জনপদ ছিল তা আর্যদের অধীনে। আবার আর্য মানেই স্বাভাবিকভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আশ্রয়ে আশ্রিত। সুতরাং বেদচর্চা গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে সম্পূর্ণরূপে ছিল তা জানা যায়। আবার পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ে যে লেখটি পাওয়া যায় তাতে রয়েছে একটি বিষ্ণুচক্র এবং লেখাগুলি সংস্কৃত। তা থেকে জানা যায় রাজার বিষ্ণুভক্তির নানান তথ্যের কথা। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে বিজিত আর্য রাজ্যের- চন্দ্রবর্মাসহ উল্লেখিত হয়েছে। এইভাবে পশ্চিমঙ্গে আস্তে আস্তে আর্যাবর্তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল।

শুশুনিয়া পাহাড়ের এই লিপিতে যেমন চন্দ্রবর্মার খোঁজ মেলে, তেমনি এই চন্দ্রবর্মার সূত্র ধরে এলাহাবাদ প্রশস্তির লিংক, মধ্যপ্রদেশের মন্দসৌর থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত শিলালিপির লিংক, আবার প্রাচীন মালব দেশের দশপুর মন্দসৌর লিপিসূত্রে তো বংশপরিচয় রয়েইছে। জয়বর্মার পুত্র সিংহবর্মা, সিংহবর্মার দুই পুত্র - চন্দ্র বর্মা এবং নরবর্মা। পূর্বপুরুষদের পরিষ্কার তথ্য কি সে বিষয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও দিল্লির মেহেরৌলি লিপিতে চন্দ্রবর্মার বিষ্ণুপদগিরিতে বিষ্ণুর ধ্বজা স্থাপনের কথা পাওয়া যায়। ভারতের গয়া ক্ষেত্রে ও রাজস্থানের পুষ্করে বিষ্ণুপদগিরি আছে। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এই বিষ্ণুপদগিরি পুষ্করে হওয়ায় অধিক সম্ভব। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া লিপি একটি ভাব লিপি, এই ভাবলিপিকে পণ্ডিতরা বিষ্ণুচক্র বলেছেন। এখানে ব্রাহ্মী লিপিতে সংস্কৃত ভাষায় লেখা-

পুষ্করণাধিপতে মহারাজ শ্রীসিঙ্ঘবর্মনঃ পুত্রস্য।

মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্মন কৃতিঃ। চক্রস্বামিনঃ দাসাগ্রেণাতি সৃষ্টঃ। এথেকে প্রমাণ হয় রাজা এবং প্রজাসকল বিষ্ণুর উপাসকে পরিণত হয় এবং খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের শুরুতে রাড় মন্ডল শুধু নয়, ক্রমশ সমগ্র বঙ্গে বিষ্ণু ভক্তি ছড়িয়ে পড়তে থাকে।[৩]

চিত্র ১: শুশুনিয়া পাহাড়ের লেখের ছবি। Google থেকে সংগ্রহ।

খ্রিস্টীয় ৪৩২-৩৩, পঞ্চম শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে ব্রাহ্মণদের ভূমিদান বিষয়ক নানান তথ্য উঠে আসে। আসলে বিভিন্ন যাগযজ্ঞমূলক ক্রিয়া সচল রাখার জন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের পুণ্ড্রবর্ধনে বসতি স্থাপনের জন্য ভূমি দান করেছিলেন। পাহাড়পুর তাম্রশাসনে নাথ সরমা নামে এক ব্রাহ্মণ ও তার স্ত্রী রামাদেবী বটগোহালি বিহারের জৈনাচার্য গুহানন্দীকে কিছু ভূমি দান করেছিলেন। বৈনগুপ্তের গুনাইঘর তাম্র শাসনে সামন্তরাজ রুদ্রদত্তের অনুরোধে মহারাজ বৈন্যগুপ্ত মহারানী ভিক্ষু শান্তিদেবকে কিছু ভূমি দান করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্তি ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপে প্রবল অনুরাগ ছিল। এবং তাই যথেষ্টভাবে জনমানসে বেদের প্রতি বিশ্বাসও ছিল। তারা মনে করতেন উক্ত যাগযজ্ঞাদির মাধ্যমেই কল্যাণ এবং সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়। কুমার গুপ্তের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ লেখ গুলি হল ধনাইদহ তাম্রশাসন (গুপ্তাব্দ ১১৩) এবং ১ নম্বর দামোদরপুর তাম্রশাসন (গুপ্তাব্দ ১২৪), কড়াই কুড়ি সুলতানপুর তাম্র শাসন (গুপ্তাব্দ ১২০)এখানে সব লেখরেই মূল বিষয় হলো সমৃদ্ধি এবং আয়ু লাভের বিষয়। যে জন্য বিভিন্ন যাজ্ঞিক ক্রিয়াকলাপ ও বিধিসম্মত ক্রিয়া এবং অন্যদিকে নানান উক্ত কার্যের জন্য ব্রাহ্মণদের ভূমি অর্থাৎ পরিমাণ মতো জমি প্রদান করা হতো। এইভাবে বুধগুপ্তের নন্দপুর শাসন, ১ নম্বর দামোদরপুর তাম্রশাসন, গোপচন্দ্রের ফরিদপুর তাম্রশাসন, ধরমাদিত্যের ২ নম্বর ফরিদপুর শাসন প্রভৃতি লেখমালায় প্রত্যেকটি দানই রয়েছে। নানা প্রকার ব্রাহ্মণ্যবাদের শাসন বিভিন্ন বৈদিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত রেখে সমাজের কল্যাণ কামনা ছিল তার উদ্দেশ্য। বৈদিক ধর্ম এবং বেদবিহিত কর্ম যে ধর্মের নামান্তর তা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল মূল উদ্দেশ্য। আসলে উক্ত কর্মের কারণে সমাজের অন্যান্যদের থেকে এক বিশেষ সুবিধা পেত ব্রাহ্মণরা।[৪] আসলে একটা সময় বঙ্গে বাঙালিরা বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ছিল এমন মনে করা হয়। চন্দ্রবর্মার সমকালীন বা তার আগে বঙ্গে বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের বিশেষ প্রভাব ছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শাসনকে আটকানোর জন্য বেদবিরোধী এই দুই ধর্মের আবির্ভাব। বঙ্গে নানা জায়গাতে প্রাপ্ত মূর্তি, লিপি, মন্দির থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে এরূপ মনে করা হয়। জীবনের সৎ ,শুদ্ধ, স্বচ্ছতা দিয়ে কর্মের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করায় বৌদ্ধ এবং জৈনদের উদ্দেশ্য ছিল। রাজা অশোকের বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তিনি নেতৃত্ব দেন বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করে। আবার জৈন ধর্মের প্রাচীনতা বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। তবে জৈন ধর্ম যে বহু প্রাচীন তা অনেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের মত অনুযায়ী বেদেরও নাকি পূর্বে জৈন ধর্ম ছিল।[৫] সুতরাং বঙ্গে এই ধর্মের প্রচার হবে না এমনটা নয় । পুরুলিয়া বাঁকুড়া জেলা তথা উত্তরবঙ্গের অনেকাংশে দেখতে পায় নানা ধরনের জৈন

মন্দির, মূর্তি বা অন্য কিছু তৎকালীন জৈন ধর্ম সম্বলিত। এমনকি এখনো পর্যন্ত প্রাচীন জৈন মূর্তি পাওয়া যাচ্ছে এই সমস্ত এলাকাতে। যেমন এই ২০২৩ সালেই দুর্গাপুজোর দ্বিতীয়ার দিনে গোলামারা গ্রামের একটি ছোট নদী থেকে উদ্ধার করা হয় একটি মূর্তি। খবর অনুযায়ি যেটা ২৪ তম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্তি। আবার এর কিছুদিন পূর্বে ঐ এলাকাতে একটি বুদ্ধমূর্তিও পাওয়া গিয়েছিল।[৬] অর্থাৎ বঙ্গে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের যে ব্যাপক প্রভাব ছিল তা স্বীকার করতে হয়।

চিত্র ২: গোলামারাতে প্রাপ্ত জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্তি।

এইভাবে দীর্ঘদিন বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম ব্রাহ্মণদের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে লড়াই করলেও একটা সময় নিজেদের মধ্যেই অর্থাৎ জৈন এবং বৌদ্ধ রাজাদের মধ্যে বিরোধিতা তৈরি হয়। যার ফলে প্রায় একরকম নিজস্ব দর্শনের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয় এবং নিজেদের এক প্রকার দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। আবার যেহেতু এই দুটি ধর্ম ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে তাই স্বাভাবিকভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রচারের জন্য তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বে হয়তো বা ইন্ধনও দিয়েছিল। ফলস্বরূপ বৌদ্ধ জৈন ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকলো এবং পুনরায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম চরমভাবে ফিরে আসতে থাকে। অর্থাৎ জৈন বৌদ্ধের নীতিগত দ্বন্দ্বে সামাজিকদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয় এবং যে বিভ্রান্তি থেকে বাঁচতে পুনরায় ব্রাহ্মণপন্থী হয়ে ওঠে। এভাবেই ফিরে এলো আবার ব্রাহ্মণ্যবাদ। বিষ্ণু, কৃষ্ণ, মহাদেব প্রভৃতি দেবতার উপাসক হয়ে উঠলো দিগ্বিজয়ী সম্রাটরা। এলাহাবাদ প্রশস্তি, মান্দাসৌর প্রশস্তি তথা শুশুনিয়ার শিলালেখে চন্দ্রবর্মা তথা রাজ্যের বিষ্ণুভক্তিই তা প্রমাণ করে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিষ্ণু এবং কৃষ্ণের লিলার নানাধরণের মন্দির নির্মিত হয়। মন্দিরগাত্রে খোদিত ছবি ও লিপিগুলিও তৎকালীন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রসারের প্রমাণ।

আলোচ্য আলোচনার শেষে এসে একথা বলতেই হয় যে, বাংলায় ব্রাহ্মণ্যবাদের এতটা প্রভাব বহু কাল আগে নয়, গুপ্ত যুগে বা ওই সমসাময়িক এই ধর্মের পুনরাগমন। আবার এ কথাও বলা যায় গুপ্ত যুগের শুরুতেই যে ব্রাহ্মণ্যবাদ ছিল তা নয়, তবে গুপ্ত যুগেই- একটু পরবর্তী সময়ে, ব্রাহ্মণ্যবাদের অনুশাসন সমাজে এসে বিশেষভাবে আছড়ে পড়ে। হয়তো নিজেদের অস্তিত্ব বৌদ্ধ এবং জৈনদের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল বা তৎকালীন ব্রাহ্মণ্যবাদের তীব্রতা একেবারেই ছিল না। এমতাবস্থায় গুপ্ত প্রভাবশালী রাজাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। আর যেহেতু ব্রাহ্মণদের একেবারেই কাছের জাতি ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়,

তাই নিজেদের মর্যাদার সাথে অনেকটা একত্রিত করে,বুঝিয়ে রাজাদের মাধ্যমে প্রচারকার্য চালাতে বাধ্য করা হয়েছিল।

''ব্রাহ্মণো'স্য মুখমাসীদ্বাহূরাজন্য কৃতঃ।

ঊরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।''[৭]

আর তারই প্রমাণ হিসেবে চন্দ্রবর্মার মতো রাজাদের নাম উল্লেখ করতে হয়। চিরকালই ধর্ম এবং সংস্কৃতি মানুষের কর্ম বা কর্মে সফলতার আস্থা জন্মাতে সাহায্য করে, তাই প্রাচীন রাজারাও তাদের সমৃদ্ধি তথা প্রভাবকে আরও উন্নীত করতে দেবপূজা যজ্ঞ প্রভৃতিকে আশ্রয় করতে থাকে। আর এতে পৌরাহিত্য কারা করবেন এ প্রশ্নে ব্রাহ্মণরা এগিয়ে আসেন। এখান থেকেই প্রাচীন ব্রাহ্মন্যবাদের উদ্ভব আর এভাবেই রাজকার্যের সাথে পরবর্তী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া তৈরি হয়। যার ফলশ্রুতি পরবর্তী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ও ব্রাহ্মণ্যবাদ।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য, সুকুমারী ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০০১ পৃষ্ঠা: ৪.

২. প্রাচীন বঙ্গে পৌরাণিক ধর্ম ও দেবভাবনা, ড. শম্ভুনাথ কুন্ডু, ইনচার্জ পাবলিকেশন ইউনিট, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, 1996, পৃ: 01

৩. https://www.anandabazar.com/editorial/article-on-susunia-script-1.953058 Dated: 19/10/2023.

৪. প্রাচীন বঙ্গে পৌরাণিক ধর্ম ও দেবভাবনা ড. শম্ভুনাথ কুন্ডু, ইনচার্জ পাবলিকেশন ইউনিট, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, 1996, পৃ. 6-7

৫. https://en.wikipedia.org/wiki/Jainism#History Dated: 28/10/2023)

৬. https://www.anandabazar.com/amp/west-bengal/birth-of-a-new-god-in-purulia-dgtl/cid/1468539 Dated: 28/10/2023

৭. ঋগ্বেদ: 10.90.12